ফুলপুরে জাল সনদে ১৩ বছর শিক্ষকতা

ফুলপুর (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
২৮ ডিসেম্বর ২০২২ ১২:০০ এএম | আপডেট: ২৭ ডিসেম্বর ২০২২
১১:১৮ পিএম

advertisement

শিক্ষক নিবন্ধনের জাল সনদ দিয়ে ১৩ বছর চাকরি করার অভিযোগ উঠেছে ময়মনসিংহের ফুলপুরের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। যাচাই-বাছাইয়ে অভিযোগ প্রমাণ হলে ভুয়া ও জাল সনদধারী ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়েরের নির্দেশ দিয়েছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)।

advertisement

অভিযুক্ত শিক্ষকের নাম নাজমা আক্তার। তিনি ছনধরা হাজী আ. মজিদ উচ্চ বিদ্যালয়ের ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের সহকারী শিক্ষক এবং শেরপুরের নকলা উপজেলার বানেশ্বর্দী গ্রামের আব্দুর রহমানের মেয়ে।

advertisement 4

জানা যায়, নাজমা আক্তার ওই বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে ২০০৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর যোগদান করেন। ২০১০ সালের ১ মার্চ এমপিওভুক্ত হন এবং সেই সময় থেকে সরকারি বেতন-ভাতা ভোগ করছেন। তিনি ৩য় শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার সনদ দিয়ে চাকরি নেন। সম্প্রতি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের (ডিআইএ) অনুসন্ধানে ধরা পড়ে তার শিক্ষক নিবন্ধন সনদ জাল ও ভুয়া।

তাকে চাকরিচ্যুত করা, সরকারি কোষাগার থেকে প্রাপ্ত বেতন-ভাতা ফেরতসহ তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করে ডিআইএ। নাজমা আক্তারকে ১৪ লাখ ৪৬ হাজার ২শ টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতের সুপারিশ করা হয়।

এদিকে এ সংবাদ পেয়ে নাজমা আক্তার চাকরি রক্ষা করতে আবার জাল জালিয়াতির আশ্রয় নেন। তিনি জানান, ৫ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সনদ পেয়েছেন। তখন তিনি ৫ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার-২০০৯ সনদ জমা দেন। গত ৮ ডিসেম্বর স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. শহিদুল ইসলাম সহকারী শিক্ষক নাজমা আক্তারের ৫ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার সনদ যাচাইয়ের জন্য এনটিআরসিএর চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করেন এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠান। আবেদনে তিনি উল্লেখ করেন, নাজমা আক্তার ৩য় ও ৫ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সনদ অর্জন করেন। কিন্তু ৩য় শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ফল অনলাইনে নেই। ৫ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ফল অনলাইনে আছে।

৫ম শিক্ষক নিবন্ধন সনদ যাচাই শেষে গত ১৮ ডিসেম্বর এক স্মারকে এনটিআরসিএ সহকারী পরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন-৩) তাজুল ইসলাম স্বাক্ষরিত চিঠিতে জানান, প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষিত ফল শিটে দেখা যায় প্রদত্ত রোল নম্বরটি অন্য ব্যক্তির। সঙ্গত কারণে সনদধারী জাল/জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন বলে দালিলিকভাবে প্রমাণ হয়েছে। তার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে থানায় মামলা দায়ের করে এ অফিসকে অবহিত করার জন্য প্রধান শিক্ষককে নির্দেশ দেওয়া হলো।

শিক্ষক নাজমা আক্তার দুটি শিক্ষক নিবন্ধন সনদ থাকার কথা ও সনদ যাচাইয়ের জন্য পাঠানোর কথা স্বীকার করে বলেন, প্রধান শিক্ষকের নিষেধ আছে, তাকে ছাড়া সাংবাদিকদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কোনো কথা বলা যাবে না।

ছনধরা হাজী আ. মজিদ উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. শহিদুল ইসলাম বলেন, পঞ্চম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার সনদ যাচাইয়ের জন্য এনটিআরসিএ-তে পাঠানো হয়েছিল। সনদ যাচাইয়ের ফলের চিঠি পেয়েছি। এনটিআরসিএর সেই চিঠির নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালনা কমিটির সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নাছরিন আক্তার বলেন, ডিআইএর প্রতিবেদনের কথা জেনে প্রধান শিক্ষককে ব্যবস্থা নিতে বলেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন, কমিটির সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেবেন। পরে সনদ যাচাইয়ের জন্য পাঠানো ও মামলার নির্দেশনা সম্পর্কে আমার জানা নেই।